

TOPIC - নীলদর্পণ - ইতিহাস থেকে সাহিত্য

বিষয়বস্তু:

নীলদর্পণ হল দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক ১৮৬০ খ্রীঃ রচিত একটি বাংলা সামাজিক নাটক। এই নাটকের পটভূমি নীলচাধের জন্য সাধারণ কৃষকদের উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়ন। স্বাদেশিকতা, নীলবিদ্রোহ ও সমসাময়িক বিষয়ের দৃশ্যন্কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমকরণে-কেনচিত পথিক ছদ্মনামে। যদিও এই নাটকই তাকে খ্যাতি ও সম্মানের অনুবাদ প্রচারিত হলে একদিনেই এ নাটক বাঙালিমহলে যতটা প্রশংশিত হয়েছিলো, শ্বেতাঞ্জলি মহলে ঠিক ততটাই ঘণ্টিত সম্পদায় ও রায়তদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়, এর মধ্যে দিয়েই শ্বেতাঞ্জলি নীলকরদের বর্বর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়।"

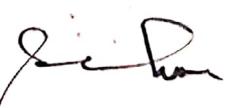
নীলদর্পণ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় হল, বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতি, নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। কীভাবে সম্পন্ন কৃষক গোলকচন্দ্রের পরিবার নীলকর অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল, এবং সাধুচরণের শক্তিশালী এক চরিত্র, বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা খুবই কম আছে। এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ভাষার তারই এক ঝলক দেখা যাবে এই নাটকের জীবন্ত চরিত্র চিত্রণে।

নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদ, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়। ব্রিটেনে নীলকরদের বিকান্দে করা হয়। ফলে সরকার 'ইন্ডিগো কমিশন' বসাতে বাধ্য হন। আইন করে, নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা 'আক্ষল টম'স কেবিন' গ্রন্থের তুলনা করেছিলেন। তা থেকেই বোঝা যায় সেই সময়কার বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির জীবনকথা সার্থক ও গভীরভাবে, নীলদর্পণ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। অনেকে এই নাটককে 'বাংলার প্রথম গণনাটক'

নীলদর্পণ হল চাষিদের উপর অনাচার আর অত্যাচারের করুণ কাহিনী। কিন্তু, এই নাটকে নীলবিদ্রোহীদের সার্বিক সংগ্রাম, প্রতিরোধের কথা অনুপস্থিত। এক বা দুইটি চরিত্র প্রতিবাদী হিসাবে অক্ষিত হলেও, তদানীন্তন ঘটে যাওয়া, নীলকরদের অত্যাচারের দলিল হিসাবে, বাংলার জনমানসে পরিচিত।

শিখন গুরুত্ব : ছাত্রছাত্রীরা নীলদর্পণ নাটকটি আলোচনার প্রেক্ষিতে, তৎকালীন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের আর্তনাদের জীবন্ত, মর্মস্পর্শী প্রতিচ্ছবির সম্মুখীন হয়। এই নাটক তাদের অনুভব করায়, পরাধীনতার শৃঙ্খলের যন্ত্রণা, অসহায় নীলচাষীদের কাতর-করুণ-না শোনা কর কানা, যখন তাদের জিজীবিষাই তাদের কাছে হয়ে উপাদান।

Sohom Ghosh


PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jyoti Bhawan
South 24 Parganas, PIN- 700122